দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 26 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

রীক্ষায় শিক্ষকদের ভূমিকা

মনেই গুরুত্বপূর্ণ এসএসসি পরীক্ষা। তি বছরই এমনি সময় এ পরীক্ষা নুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের যয়— মাধ্যমিক সার্টিফিকেট রীক্ষায় পাসের হার খুবই নগণ্য। এ য়ে পত্রিকায় বেশ লেখালেখিও য়েছে। কিন্তু আমরা কি পাসের হার ড়ানোর ব্যাপারে সচেতন ও সচেষ্ট য়েছি।?

কজন শিক্ষার্থী দীর্ঘ দশ বছরের ধনার পর তার জীবনের প্রথম র্টিফিকেট পরীক্ষায় ব্যর্থতার পর সে মনি হতাশাগ্রস্ত হয়, তেমনি একটি রিবার তথা সমগ্র জাতিও ক্ষতিগ্রস্ত য়।

ক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত নেক কমিশন গঠন করা হয়েছে। ইগুলোরও অনেক পরিবর্তন, রিবর্ধন করা হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষায় র্থতার কারণ নির্ণয়ের জন্য কোন মিশন গঠন বা রিপোর্ট পেশ করা য়নি।

রীক্ষায় পাসের হার বাড়ানোর ব্যাপারে মূলতঃ শিক্ষকদের ভূমিকাই মুখ্য। যত রকম কমিশনই গঠন করা হোক না কেন— শিক্ষকগণ যতক্ষণ পর্যন্ত সচেষ্ট না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রিপোর্টই কাজে লাগবে না। পরীক্ষায় ব্যর্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত লেখাপড়া না করা এবং নকলের প্রতি ভরসা। অনেক সময় দেখা যায়— কোন্ শিক্ষার্থী সব বিষয়েই ভাল পরীক্ষা দিয়েছে, একটি মাত্র বিষয়ে খারাপ করেছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত লেখাপড়া-না করার পেছনে মূলতঃ শিক্ষকগণই দায়ী। শিক্ষকগণ যদি ঠিকমত ক্লাসে পড়া গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন ছাত্র-ছাত্রীদের, তাহলে যেমন ছাত্র-ছাত্রীরা রীতিমত লেখাপড়া করবে তেমন ফেলের হারও অনেক কমে যাবে। শিক্ষকগণকে সিলেবাস অনুযায়ী পড়া শেষ করে সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িক পরীক্ষাগুলো নিতে হবে। কোন্ অবস্থাতেই যাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে নকলের সুবিধা না পায়— সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতেও ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করছে। এটি সত্যিই অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নকলের সুবিধা না পেলেই তারা বোর্ডের পরীক্ষায়ও ভাল করবে।

এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার জন্য বিদ্যালয়গুলোতে যে নির্বাচনী পরীক্ষা হয়ে থাকে তাতে দেখা যায়, অনেকগুলো বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার পরও জরিমানার মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। আসলে দুই বিষয়ের উপরে অকৃতকার্য কোন শিক্ষার্থীকে এসএসসি-র জন্য নির্বাচন করা উচিত নয়।

কারণ বাকি স্বল্প সময়ের মধ্যে কোন ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে ঐ অসম্পূর্ণ বিষয়গুলো সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় এবং যারা এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের পুনরায় এক মাসের মধ্যে ঐ বিষয়গুলোর পরীক্ষা নেয়া উচিত।

নির্বাচনী পরীক্ষার পর হতে সার্টিফিকেট পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোন যোগাযোগ থাকে না। এর ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন লাগামহীন হয়ে পড়ে তেমন কিছু কিছু পড়া বুঝার অভাবে আর পড়া হয়ে উঠে না। শিক্ষার্থীদের স্বভাবতই শিক্ষকদের নিকট যেতে একটা ভয় বা লজ্জা থাকে। কাজেই এ দীর্ঘ ব্যবধানের সময়ে শিক্ষকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি, একজন শিক্ষক ভাল করেই জানেন— কোন্ ছাত্রটি ভালো এবং কোন্ ছাত্রটি খারাপ। সুতরাং কোন্ ছাত্রটিকে কিভাবে পড়ালে সে পাশ করবে তা সেই শিক্ষকের অজানা নয়। কাজেই একমাত্র শিক্ষকগণ সচেষ্ট হলে আমাদের পাসের হার বাড়বে বলে আমরা মনে করি।

—মোঃ ইলয়াছ মিন্টু